প্রোজ্জ্বল

গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম ২০১৩-২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ
DHAKA COMMERCE COLLEGE

(স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত)

ঢাকা কমার্স কলেজ রোড, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

ফোন: ৯০০৪৯৪২, ৯০০৭৯৪৫, ৯০২৩৩৩৮, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯০৩৭৭২২

www.dcc.edu.bd DhakaCommerceCollege

ঢাকা কমার্স কলেজের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি

২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ-এর নিকট থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৫-এ বেসরকারি কলেজ সমূহের মধ্যে ১ম স্থান অর্জনকারী ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

২০০২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক-এর নিকট থেকে ২০০২-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে দ্বিতীয়বার ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

১৯৯৬

১৯৯৬-এর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে সনদ ও ক্রেস্ট নিচ্ছেন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা, উদ্যোক্তা, প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী।

গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম

১৭ জুন ২০১৩ থেকে ৯ জুলাই ২০১৬

প্রোজ্জ্বল

গভর্নিং বডি ২০১৩-২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক
চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডি

পৃষ্ঠপোষক

এ এফ এম সরওয়ার কামাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ আলী আজম
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর আবু সালেহ
সদস্য, গভর্নিং বডি

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মোঃ শামছুল হুদা এফসিএ
সদস্য, গভর্নিং বডি

আহমেদ হোসেন
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর ডা. এম এ রশীদ
সদস্য, গভর্নিং বডি

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান
সদস্য, গভর্নিং বডি

আবু ইয়াহিয়া দুলাল
সদস্য, গভর্নিং বডি

মোসা. হাফিজুন নাহার
সদস্য, গভর্নিং বডি

শহীদুল হক খান
সদস্য, গভর্নিং বডি

সম্পাদক

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা সহকারী

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
শিক্ষার্থী উপদেষ্টা

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মীর মো. জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

প্রোজ্জ্বল
গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম
১৭ জুন ২০১৩ থেকে ৯ জুলাই ২০১৬

প্রোজ্জ্বল
গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম
প্রকাশকাল:৯ জুলাই ২০১৬
প্রকাশনায়: ঢাকা কমার্স কলেজ

Projjol
Three Years' (2013-2016) Activities of Governing Body
Published by Dhaka Commerce College
Dhaka-1216, Bangladesh

Printed by:
Century Printing Press & Graphics
Mirpur-1, Dhaka-1216, Mobile: 01712003154
E-mail: geasuddin2011@gmail.com

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

	প্রতিষ্ঠাকাল	১ জুলাই ১৯৮৯
	উদ্দেশ্য	বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা
	আদর্শ	রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশ এবং স্ব-অর্থায়ন
	পরিচালনা পরিষদ	১৬ সদস্য বিশিষ্ট
	শিক্ষক সংখ্যা	১৩২ জন
	কর্মকর্তা-কর্মচারী সংখ্যা	১১২ জন

কোর্সসমূহ

	উচ্চ মাধ্যমিক	ব্যবসায় শিক্ষা
	স্নাতক (সম্মান)	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি, অর্থনীতি ও বিবিএ প্রফেশনাল
	স্নাতকোত্তর	ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি।

বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা

শ্রেণি	শিক্ষাবর্ষ	সংখ্যা
উচ্চ মাধ্যমিক	২০১৫-১৬	২০০৪
	২০১৪-১৫	২৫৭০
স্নাতক (সম্মান)	২০১৫-১৬	৪২০
	২০১৪-১৫	৩৪৭
	২০১৩-১৪	২০৭
	২০১২-১৩	১৭৯
	২০১১-১২	২৪২
	২০১০-১১	১৫৭
বিবিএ প্রোগ্রাম		২০৭
স্নাতকোত্তর		২৬৯
	সর্বমোট	৬৬০২ জন

শিক্ষা কার্যক্রম :

(ক) পরীক্ষা : সাপ্তাহিক, মাসিক এবং তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা

(খ) উপস্থিতি : কমপক্ষে ৯০% (বাধ্যতামূলক)

(গ) আসন বিন্যাস : নির্ধারিত

(ঘ) সেকশন/গ্রেড পরিবর্তন : টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে

(ঙ) ফলাফল : উচ্চ মাধ্যমিক: ১৯৯১-২০০২ মেধাতালিকায় স্থান লাভ ৭৮ জন, স্টার নম্বর ৪৫৩ জন, ১ম বিভাগ ৪১৯১ জন পাশের হার ৯৪.৪১%

২০০৩-২০১৫ সাল পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ ৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, জিপিএ ৪-৫ পেয়েছে ১৪২৭৫ জন জিপিএ ৩-৪ পেয়েছে ১৭৭৪ জন, জিপিএ ২-৩ পেয়েছে ৫৮ জন, গড় পাসের হার ৯৯.৭৭%

স্নাতক সম্মান/স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফল: প্রায় বছরই পাসের হার শতভাগ থাকে

(চ) কলেজ ইউনিফরম : নির্ধারিত

শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম :

শিক্ষা সফর, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, ক্লাব কার্যক্রম, মাসিক পত্রিকা ও বার্ষিকী প্রকাশ, মিলাদ, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি।

গভর্নিং বডি ২০১৩-২০১৬

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, চেয়ারম্যান

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম. (সম্মান), এম.কম. (হিসাববিজ্ঞান) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এম.এস.সি (ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৭৮, সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য; পি-এইচ.ডি (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট) ১৯৮৫, ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাজ্য।

কর্মজীবন: প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪-৭৬; সহকারী অধ্যাপক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৬-৮৮, সহকারী অধ্যাপক, ব্রুনাই বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮-৯১; বর্তমানে অধ্যাপক হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক চেয়ারম্যান, BUBT ট্রাস্ট ও চেয়ারম্যান, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: চেয়ারম্যান, পরিচালনা পরিষদ, ঢাকা কমার্স কলেজ; সাবেক চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট; প্রতিষ্ঠাতা সচিব, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট; জীবন সদস্য, বাংলা একাডেমি।

এ. এফ. এম. সরওয়ার কামাল, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (অনার্স) ও এম.কম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আলিয়েন্স ফ্রাঁসেস হতে ডিপ্লোমা ইন ফ্রেঞ্চ সম্পন্ন।

কর্মজীবন: ডানকান ব্রাদার্স কোম্পানিতে কর্মজীবন শুরু। ১৯৭০ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পোস্টাল বিভাগে যোগদান। ১৯৮২ সালে সরকারের উপসচিব পদমর্যাদা লাভ। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুগ্ম সচিব হিসাবে পদোন্নতি। ১৯৯৪ সালে জাপানে বাংলাদেশ দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টারের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব পান এবং ২০০১ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০০ সালে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি লাভ। ২০০১ সালে পূর্ণ সচিব হিসাবে পদোন্নতি লাভ এবং পর্যায়ক্রমে বস্ত্র ও পাট, শিল্প এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন। ২০০৫ সালে সরকারি চাকরি হতে অবসর গ্রহণের পর ইন্টারন্যাশনাল জুট স্টাডি গ্রুপ এর সেক্রেটারি জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত; ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং ২০০২ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন; চেয়ারম্যান, বিইউবিটি ট্রাস্ট।

প্রফেসর মোঃ আলী আজম, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য : বি.কম (অনার্স), এম.কম (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), লন্ডন ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়)-এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যয়ন, মেরি হাউস কলেজ অব এডুকেশন (স্কটল্যান্ড)-এ শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ।

কর্মজীবন: প্রভাষক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা ও সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম; অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ; উপাধ্যক্ষ (বি.সি.ই.এস) সরকারি কলেজ, কুষ্টিয়া; এডিপিআই, শিক্ষা অধিদপ্তর; অধ্যক্ষ, সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর ও আজম খান সরকারি কমার্স কলেজ, খুলনা; পরিচালক, নায়েম; সদস্য (অর্থ), সদস্য (শিক্ষাক্রম) ও চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড; কনস্যালট্যান্ট ইউনিসেফ, শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-সর্বমোট কর্মজীবন ৫৬ বছর ।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; নিজ এলাকায় মসজিদ কমিটির সদস্য; দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা এবং নিজ গ্রামে বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত; ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ।

প্রফেসর আবু সালেহ, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংল্যান্ডের ব্রুনাল ইউনিভার্সিটি ও ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন।

কর্মজীবন: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর; পরিচালক, ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, ঢাকা স্টক একচেঞ্জ ইনভেস্টর্স প্রটেকশন ফান্ড; বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)-এর উপাচার্য।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

প্রকাশনা: গবেষণাধর্মী বহুলেখা বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত।

প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী, সদস্য

কর্মজীবন: বর্তমানে অনারারি প্রফেসর, ঢাকা কমার্স কলেজ। ১ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে টি.এন্ড.টি. কলেজে কর্মজীবন শুরু। পরবর্তীকালে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ এবং কবি নজরুল কলেজে দীর্ঘ ৩৭ বৎসর শিক্ষকতা করেন এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত ঢাকা কমার্স কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজ এর উদ্যোক্তা, সংগঠক ও প্রতিষ্ঠাতা; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; ঢাকা মহিলা কলেজ ও লালমাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা; চরমোহনা উচ্চ বিদ্যালয় ও চরমোহনা পোস্ট অফিসের প্রতিষ্ঠাতা; সাবেক সদস্য (অর্থ কমিটি), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সাবেক সদস্য, ঢাকা বোর্ড কমিটি; নিজ গ্রামে স্বঅর্থায়নে মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা; উপদেষ্টা ও আজীবন সদস্য, লক্ষ্মীপুর বার্তা।
রাষ্ট্রীয় পুরস্কার: জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৩-এ ঢাকা মহানগরীর শ্রেষ্ঠ কলেজ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক ও সনদপ্রাপ্ত।
প্রকাশনা: বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ৪০টির মত প্রবন্ধ প্রকাশ ছাড়াও উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ২৯টিরও বেশি পাঠ্য বইয়ের লেখক।

প্রফেসর মোঃ সামছুল হুদা, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এফসিএ
কর্মজীবন: পরিচালক (অর্থ), নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা জীবন সদস্য; বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড একাউন্টেন্টস এর ফেলো মেম্বার।

আহমেদ হোসেন, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: কমার্স গ্রাজুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন: ম্যানেজিং ডিরেক্টর, নবাব আবদুল মালেক জুট মিলস।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদের দাতা সদস্য; সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি; বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত।
ভ্রমণ: ব্যবসায়িক কাজে বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ।

প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম, জগন্নাথ কলেজ এবং এম.কম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
কর্মজীবন: শিক্ষক (বিসিএস, শিক্ষা); রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; বঙ্গবন্ধু কলেজ, গোপালগঞ্জ; অধ্যক্ষ, সারদা সুন্দরী মহিলা কলেজ, ফরিদপুর; রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর; পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ; প্রক্টর, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: সদস্য, বিইউবিটি ট্রাস্ট; প্রতিষ্ঠাতা, যদুনন্দী কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগজ ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও নবকাম পল্লী ডিগ্রি কলেজ; অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা গোল্ডেন কলেজ এবং ফরিদপুরের নবকাম অঞ্চলের মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা গ্রহণ।
পদক ও সম্মাননা: ফরিদপুর জসীম ফাউন্ডেশন কর্তৃক সমাজকর্ম ও শিক্ষায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত।

অধ্যাপক ডা. এম এ রশীদ, সদস্য

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: MBBS, MPH (HM), DTM, D.Card, FACC (USA), FRCP (Glasgow)
কর্মজীবন: প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রফেসর অব কার্ডিওলজি এন্ড সিনিয়র কনসালটেন্ট, ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ড: মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অন্যান্যদের যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: আব্দুল গফুর মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর; মরিয়ম বিবি দাখিল মাদ্রাসা, যশোর; সমন্বিত বৃদ্ধ ও শিশু আশ্রম (আমাদের বাড়ি), যশোর এর প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা কমার্স কলেজ, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, ডা. রওশন আলী কলেজ অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর গভর্নিং বডির সদস্য; যশোর জেলা সমিতি, ঢাকা এর প্রাক্তন ও বর্তমান সভাপতি।
সম্মাননা ও স্বীকৃতি: চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশন কর্তৃক সম্মাননা পদক ২০০৯ লাভ।
ভ্রমণ: বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ্য ও বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য ৫০টির অধিক দেশ ভ্রমণ।

শহীদুল হক খান, অভিভাবক প্রতিনিধি

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে স্নাতকোত্তর এবং বিআইএম/সাবেক বিএমডিসি থেকে ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা।
কর্মজীবন: আলফা অ্যান্ড এসোসিয়েট কোম্পানিজ-এ ভোগ্যপণ্য বিক্রয়-বিপণন (১৯৮৯-২০০১)। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনে ২০০১ সালে ফিন্যান্সিয়াল এনালিস্ট পদে যোগদান এবং বর্তমানে যুগ্ম-পরিচালক (অর্থ) পদে কর্মরত।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, পরিসংখ্যান বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান সমিতি।

মোসাঃ হাফিজুন নাহার, অভিভাবক প্রতিনিধি

জন্ম তারিখ: ২১ জুন ১৯৬৮
শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (অর্থনীতি), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; এবিআইএ, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমি।
কর্মজীবন: সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, সাধারণ বিমা কর্পোরেশন।

আবু ইয়াহিয়া দুলাল, অভিভাবক প্রতিনিধি

শিক্ষা বিয়য়ক তথ্য: এম.এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এলএলবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এলএলএম, প্রাইম ইউনিভার্সিটি।
কর্মজীবন: ১৯৮৭ সালে ঢাকা জজ কোর্টে আইনজীবী হিসেবে প্র্যাকটিস শুরু; ১৯৯১ হতে সুপ্রীম কোর্ট-এর হাইকোর্ট বিভাগে যোগদান এবং প্র্যাকটিস শুরু; বর্তমানে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর আইনজীবী হিসেবে এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে এডভোকেট হিসেবে কর্মরত।
সামাজিক কর্মকাণ্ড: আজীবন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট; বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন।

নাম	: **মোঃ জাহিদ হোসেন সিকদার,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৩
পদবী	: প্রফেসর
বিভাগ	: মার্কেটিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (সম্মান), এম.কম (মার্কেটিং), এম.বি.এ
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ৫ মে ১৯৯০
বর্তমান ঠিকানা	: এ-৪, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: আলতাফ হোসেন রোড, রূপগঞ্জ বাজার, নড়াইল
রক্তের গ্রুপ	: O-

নাম	: **মোঃ সাইদুর রহমান মিঞা,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৩
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: বাংলা বিভাগ
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), এম.বি.এ (মার্কেটিং)
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ১৯৯২
বর্তমান ঠিকানা	: এ-৯, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম-ঘোষবাড়ি, ডাকঘর-মনতলা, উপজেলা-মুক্তাগাছা, জেলা-ময়মনসিংহ
রক্তের গ্রুপ	: O+

নাম	: **ফারহানা সাত্তার,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৩
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বি.কম (অনার্স), এম.কম, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ৭ ডিসেম্বর ২০০৩
বর্তমান ঠিকানা	: বি-১৮, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: কালিকশার, পো: পাতড্ডা বাজার, থানা: চৌদ্দগ্রাম, জেলা: কুমিল্লা
রক্তের গ্রুপ	: B+

নাম	: **মোঃ আব্দুল কাইয়ুম,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৪
পদবী	: প্রফেসর
বিভাগ	: ইংরেজি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: বিএ (অনার্স), এমএ (ইংরেজি), এমএ ইন ইএলটি
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১ অক্টোবর ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা	: এ-১৫, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: বকচর, পোঃ মারিয়ালা, থানা- আশাশুনি, জেলা- সাতক্ষিরা
রক্তের গ্রুপ	: B+

নাম	: **মোহাম্মদ আক্তার হোসেন,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৪
পদবী	: সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	: ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	: স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
কলেজে যোগদানের তারিখ	: ১ নভেম্বর ১৯৯৫
বর্তমান ঠিকানা	: এ-১০, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	: গ্রাম: হাতিঘাটা, পো: ইন্দুরিয়া, থানা: মতলব উত্তর, জেলা: চাঁদপুর
ইমেইল	: akter2005@yahoo.com
রক্তের গ্রুপ	: A+

নাম	:	**ফারহানা আরজুমান,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৪
পদবী	:	সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	:	ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	বিবিএ, এমবিএ
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	১ নভেম্বর ২০০৬
বর্তমান ঠিকানা	:	প্লট-১০, ব্লক-সি, এভিনিউ-২, সেকশন-১২, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	:	ঐ
রক্তের গ্রুপ	:	O+

নাম	:	**মোঃ নূরুল আলম ভূঁইয়া,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৫-১৭
পদবী	:	সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	:	ব্যবস্থাপনা
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	বি.কম (অনার্স), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	৫ জুলাই ১৯৯৩
বর্তমান ঠিকানা	:	এ-১১, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম -লুধুয়া, পোঃ ভূঁইয়া বাড়ি, উপজেলা-রায়পুর, জেলা: লক্ষ্মীপুর
ইমেইল	:	nab.khasru@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	:	AB+

নাম	:	**ড. মোঃ মিরাজ আলী আকন্দ,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৫-১৭
পদবী	:	সহযোগী অধ্যাপক
বিভাগ	:	পরিসংখ্যান, কম্পিউটার ও গণিত
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি, এম.ফিল, পিএইচ.ডি (গণিত)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	৩ মে ১৯৯৭
বর্তমান ঠিকানা	:	স্কয়ার টাওয়ার, ৩৬/৬, ২বি, মিরপুর রোড, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম: ঘোমগাঁও, ডাকঘর: রূপসী বাজার, উপজেলা: ফুলপুর, জেলা: ময়মনসিংহ
ইমেইল	:	mirijaknd@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	:	O+

নাম	:	**হাফিজা শারমিন,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৫
পদবী	:	সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	:	অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	১৬ মে ২০০৪
বর্তমান ঠিকানা	:	২৭/বি, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	বাড়ি: ৩৫, রোড: ৯, সেক্টর: ৪, উত্তরা, ঢাকা
ইমেইল	:	sharmin.dcc04@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	:	A+

নাম	:	**সুরাইয়া খাতুন,** শিক্ষক প্রতিনিধি ২০১৬-১৭
পদবী	:	সহকারী অধ্যাপক
বিভাগ	:	অর্থনীতি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর, (অর্থনীতি), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫
বর্তমান ঠিকানা	:	বাড়ি: সি-১০, রোড: ৫/এ, আরামবাগ আ/এ, পল্লবী, ঢাকা-১২১৬
স্থায়ী ঠিকানা	:	ঐ
ইমেইল	:	skbadhon21@gmail.com
রক্তের গ্রুপ	:	A+

প্রশাসন

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব, পরিচালনা পরিষদ

শিক্ষা বিষয়ক তথ্য: বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাববিজ্ঞান)

কর্মজীবন: কর্মজীবন শুরু সিরাজগঞ্জ ইসলামিয়া কলেজে অধ্যাপনার মাধ্যমে। পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ ও সরকারি আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা। ২০০৬ সালে জামালপুরে বক্সীগঞ্জ সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদান। পরবর্তীতে সিরাজগঞ্জে সরকারি আকবর আলী কলেজ ও সর্বশেষ টাঙ্গাইল সরকারি সাদত কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন। ৫ মার্চ ২০১২ থেকে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োজিত।

প্রকাশনা: প্রণেতা, উচ্চতর ব্যবসায় অর্থসংস্থান।

সামাজিক কর্মকাণ্ড: বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত।

নাম	:	**প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম**
পদবী	:	উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	১ জুলাই ১৯৮৯
বর্তমান ঠিকানা	:	এ-৩, শিক্ষক আবাসিক ভবন, ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা
স্থায়ী ঠিকানা	:	গ্রাম : নরসিংহপুর, পো: নাজিরগঞ্জ, থানা : সুজানগর, জেলা : পাবনা
রক্তের গ্রুপ	:	B+
সামাজিক কর্মকাণ্ড	:	ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক।

নাম	:	**প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল**
পদবী	:	উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	:	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা)
কলেজে যোগদানের তারিখ	:	১ জানুয়ারি ২০০৭
বর্তমান ঠিকানা	:	১৬/২২ ব্লক-সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭
রক্তের গ্রুপ	:	AB+
কর্মজীবন	:	বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রভাষক হিসেবে টাঙ্গাইলের সরকারি এম এম আলী কলেজে শিক্ষকতা জীবন শুরু। পরবর্তীতে ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ ও সরকারি গুরুদয়াল কলেজে শিক্ষকতা করেন। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শ্রীবরদী সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ এবং ঢাকা কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সরকারি কলেজ থেকে অবসরের পর ঢাকা কমার্স কলেজে উপাধ্যক্ষ (অ্যাকাডেমিক) ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন এবং বর্তমানে উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক) পদে কর্মরত।

ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান
ঢাকা কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের ব্যবসায় শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ। ১৯৮৯ সালে গঠিত ব্যবসায় শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনের পর কলেজটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো ঘোষিত কলেজ র‌্যাংকিং ২০১৫-এ দেশের সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ তিন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্বের পদক লাভ করে দেশজুড়ে নন্দিত হয়েছে। র‌্যাংকিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে ৪র্থ, জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার ৬শ জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩২, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১১২। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা এবং ৭টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, সকল সম্মান শ্রেণির বিভাগগুলোতে রয়েছে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি ও অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব। ডাইনামিক ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সফটওয়্যারে সম্পাদন করা হয়। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। বাস্তব ও প্রয়োজনভিত্তিক পাঠদান এবং নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও শিল্প-কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রায় প্রতি বছরই পদক ছিনিয়ে আনছে। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভার পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম। মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে ঢাকা কমার্স কলেজ এর যাত্রা শুরু সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ২৫ বছরেই উন্নয়নের গতিধারায় কলেজটি বর্তমানে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কলেজের রয়েছে প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন এবং প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবন এবং ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবন, ১৫শ আসন বিশিষ্ট সুবিস্তৃত অডিটোরিয়াম, ৭২ সিটের ছাত্রীনিবাস, জিমনেশিয়াম, ক্যাফেটেরিয়া, শহীদ মিনার, মসজিদ ও মাঠ। নিজস্ব জমি ও বিশাল অবকাঠামো, নিয়মিত ক্লাস, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, ছাত্র-শিক্ষক কাম্য অনুপাত, উচ্চ শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সমৃদ্ধ প্রকাশনা, বিশাল লাইব্রেরি ও কম্পিউটার ল্যাব, শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম, সার্বক্ষণিক বিশুদ্ধ পানীয় ও স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি ইতিবাচক কার্যসূচক ঢাকা কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট দিয়েছে। ঢাকা কমার্স কলেজের কৃতিত্ব ও সফলতার দাবিদার বিজ্ঞ গভর্নিং বডি। ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯)-র আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০)-র সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এএফএম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)। ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিনিয়ত চলে নিবিড় শিক্ষা সাধনা। সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভাণ্ডার, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ শিক্ষাসহায়ক কার্যক্রমেও এখানকার শিক্ষার্থীরা সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছে সর্বত্র। বৈশ্বিক শিক্ষা যেমন একটি নিয়মের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে, তেমনি ঢাকা কমার্স কলেজেও বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ আধুনিক পাঠদান পদ্ধতির মাধ্যমে যশ ও খ্যাতি নিয়ে সাফল্যের শীর্ষে এগিয়ে চলছে।

গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রম
১৭ জুন ২০১৩ থেকে ৯ জুলাই ২০১৬

প্রতিষ্ঠানের সকল সফলতার প্রধান দাবিদার এর পরিচালনা পরিষদ। ঢাকা কমার্স কলেজের অবিরত কৃতিত্ব ও অর্জনের প্রশংসা প্রাপ্য প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালনা পরিষদ। ২০১৩-২০১৬ মেয়াদে পরিচালনা পরিষদের সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনায় বহুমাত্রিক কার্য সম্পাদিত হয়েছে যা কলেজের সুনাম ও খ্যাতি বৃদ্ধি করেছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে এনেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির ত্রিবার্ষিক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অত্র প্রকাশনায় তুলে ধরা হলো।

শিক্ষা

- কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও মানসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল ও পাঠোন্নয়নের ক্ষেত্রে 'মেধা লালন নীতিমালা' প্রবর্তন করা হয়।
- ভবিষ্যতে ভালো ফলাফলের জন্য কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নের ধরন বোর্ডের অনুরূপ করার সিদ্ধান্ত হয়। কোনো শিক্ষার্থী অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পুনঃপুনঃ খারাপ করলে শিক্ষা বোর্ডের বিধি অনুযায়ী প্রমোশন বা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ রহিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ছাপা ও সংরক্ষণ পদ্ধতিকে সুরক্ষিত ও নিশ্চিতকরণের সিদ্ধান্ত হয়। মাসিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ করে তা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের নিকট প্রেরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও মডারেশন পদ্ধতি আরও কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- কলেজে ইতোপূর্বে স্থগিত হয়ে যাওয়া বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রাম ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ হতে পুনরায় চালু করা হয়। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশক্রমে বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের পাঠদান কার্যক্রম সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে স্থিরীকরণ হয় এবং পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে ৪ বিষয়ের (১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ২. ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ও বিমা ৩. উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও বিপণন এবং ৪. ভূগোল) অধিভুক্তি হয়।
- শিক্ষাবোর্ড/এনসিটিবি থেকে রিসোর্স পারসন এনে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষকদেরকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

লাইব্রেরি

সৃজনশীল পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৮.১১.২০১৩)

- কলেজের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল দ্রুততর সময়ে প্রকাশের লক্ষ্যে বহুনির্বাচনী উত্তরপত্র OMR মেশিন দ্বারা মূল্যায়ণ ব্যবস্থা চালু করা হয়। এতে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে এবং শিক্ষকদের কাজের পরিমাণ (Workload) কমছে। উচ্চমাধ্যমিক ২০১৫-১৬ এবং অনার্স ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিতে OMR ব্যবহার করা শুরু হয়। সফট্‌ওয়্যারে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ২০১৬ সালে ডাইনামিক ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল ফেসবুক চালু হয়। কলেজের সকল অফিসিয়াল কাজ অটোমেশনের আওতায় আনার কাজ শুরু করা হয়েছে।
- একাদশ শ্রেণিতে আসন সংখ্যা ২৬০০ থেকে বাড়িয়ে ২৯০০ তে উন্নীত করা হয়। ইংরেজি ভার্সনে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- গত ৩ বছরে বিভিন্ন বিষয়ে ২৯ জন প্রভাষক নিয়োগ করা হয়।
- ৪ জন সহকারী অধ্যাপককে সহযোগী অধ্যাপক পদে এবং ১৭ জন প্রভাষককে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়।
- ‘স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের ইতিহাস’ বিষয় পড়ানোর জন্য এ বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।
- কম্পিউটার ল্যাব, বিবিএ প্রফেশনালের সকল বর্ষের এবং অনার্স প্রথম বর্ষের শ্রেণি কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব উদ্বোধন করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্য ব্যবস্থা বিভাগের প্রফেসর ড. মো. মনজুর মোরশেদ (৩০.০৩.২০১৪)

ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ওয়েব সফটওয়্যার ও ফেসবুক উদ্বোধন করছেন জিবি চেয়ারম্যান (৯.৪.২০১৬)

জিবি-শিক্ষক মতবিনিময় সভা (১৩.৬.২০১৫)

- কলেজের শিক্ষার পরিবেশ, উন্নত পাঠদান, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় নির্ধারণের জন্য ও সর্বোপরি কলেজ প্রশাসনে শিক্ষা বিষয়ক দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- ছাত্রী হোস্টেল ও ডরমেটরিতে অবস্থানরত শিক্ষার্থীদের পাঠের মানোন্নয়ন এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- কলেজ গভর্নিং বডির ২১২তম সভায় এক শিফট্ চলাকালীন ১ম পিরিয়ড ১ ঘন্টা এবং পরবর্তী পিরিয়ডগুলো ৫০ মিনিট করে অনুষ্ঠিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- সাধারণ শিক্ষক, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও শিক্ষার্থী উপদেষ্টাদের অফিস সময় নির্ধারণ করা হয়।
- কম্পিউটার সায়েন্স (CS) বিভাগ খোলার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ, শিক্ষক নিয়োগ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসাধন করা হয় ।

এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা (২৯.০৩.২০১৬)

একাদশ শ্রেণির ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম (১.০৭.২০১৪)

বিগত ৩ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল

পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-<৫	জিপিএ ৩-<৪	জিপিএ ২-<৩	মোট পাস	পাসের হার
২০১৩	১৯৪০	৮৭১	৯৯৪	৬৫	০	১৯৩০	৯৯.৪৯%
২০১৪	২১৮৫	৮১৯	১২৮১	৭৯	০	২১৭৯	৯৯.৭৩%
২০১৫	২১২০	৩৩০	১৬২৬	১৫২	০	২১০৮	৯৯.৪৩%

বিগত ৩ বছরের অনার্স পরীক্ষার ফলাফল

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	পাস	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
ব্যবস্থাপনা	২০১০	৪৫	৩	৩৯	-	১	৪৩	৯৫.৫৬%
	২০১১	৩৭	১২	২৪	-	১	৩৭	১০০%
	২০১২	৩৮	৭	২৯	-	১	৩৭	৯৮%
হিসাববিজ্ঞান	২০১০	৫২	১৮	৩৪	-	-	৫২	১০০%
	২০১১	৪৬	২৬	১৮	-	১	৪৫	৯৮%
	২০১২	৪৮	৩৭	১০	-	-	৪৭	৯৮%
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	২০১০	৫৫	৪৩	১২	-	-	৫৫	১০০%
	২০১১	৫৫	৪৮	৭	-	-	৫৫	১০০%
	২০১২	৫২	৩৮	১৩	-	-	৫১	৯৮%
মার্কেটিং	২০১০	৫০	২১	২৮	-	-	৪৯	৯৮%
	২০১১	৪৫	১৭	২৭	-	-	৪৪	৯৮%
	২০১২	৫২	৬	৪৫	-	-	৫১	৯৮%
ইংরেজি	২০১০	২২	-	১৪	৫	১	২০	৯১%
	২০১১	২১	-	১৪	৩	১	১৮	৮৬%
	২০১২	২০	-	১৬	২	১	১৯	৯৫%
অর্থনীতি	২০১০	৮	২	৬	-	-	৮	১০০%
	২০১১	১১	২	৯	-	-	১১	১০০%
	২০১২	৮	-	৭	-	১	৮	১০০%

বিগত ৩ বছরের মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফল

বিষয়	পরীক্ষার সন	মোট পরীক্ষার্থী	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	মোট উত্তীর্ণ	পাশের হার
ব্যবস্থাপনা	২০০৯	১৯	১১	৮	-	১৯	১০০%
	২০১০	২৮	২২	৬	-	২৮	১০০%
	২০১১	২৫	১৯	৬	-	২৫	১০০%
হিসাববিজ্ঞান	২০০৯	৪০	৩৩	৭	-	৪০	১০০%
	২০১০	৩০	১৯	১০	-	২৯	৯৭%
	২০১১	৩০	২০	৯	-	২৯	৯৭%
মার্কেটিং	২০০৯	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%
	২০১০	২৪	১৩	১১	-	২৪	১০০%
	২০১১	৩৯	৩০	৯	-	৩৯	১০০%
ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং	২০০৯	৪৬	৩৫	৮	-	৪৩	৯৩.৪৭%
	২০১০	৪৩	৩৪	৯	-	৪৩	১০০%
	২০১১	৫০	৪৭	২	-	৪৯	৯৮%
অর্থনীতি	২০০৮	৯	১	৮	-	৯	১০০%
	২০০৯	৪	২	২	-	৪	১০০%
	২০১১	১	১	-	-	১	১০০%
ইংরেজি	২০০৮	১১	-	১১	-	১১	১০০%
	২০১০	৯	-	৭	-	৭	৭৮%
	২০১১	৫	-	২	-	২	৪০%

উন্নয়ন

- জেনারেটর ও সাবস্টেশন স্থানান্তরের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদনের জন্য Consultant/ Contractor নিয়োগ ও এ বিষয়ক যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন করা হয়।
- কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে ৭২ সিটের ছাত্রী হোস্টেল চালু করা হয়। ছাত্রী হোস্টেলের জন্য রূপনগর আবাসিক এলাকার ৬নং রোডে কলেজের ক্রয়কৃত ২৫ ও ২৭ নং প্লট দুটিতে মনোরম পরিবেশসমৃদ্ধ ছাত্রী হোস্টেল তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- অডিটোরিয়াম সংলগ্ন হাউজিং এর প্রায় ১ বিঘা জমি কলেজের নামে বরাদ্দ প্রাপ্তি ও রেজিস্ট্রেশন সম্পাদিত হয়েছে। রূপনগর আবাসিক এলাকায় ৬নং রোডে ৫ কাঠা জমি ৫,৩১,১৪,৬৫১/- টাকায় ক্রয় করা হয়েছে। কর্মচারীদের আবাসনের জন্য বেড়িবাঁধ সংলগ্ন ২৯.৭৫ ডেসিমেল (রাস্তাসহ) জমি ক্রয় এবং সেখানে ২৪ জন কর্মচারীর আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়।
- কলেজ ক্যাম্পাসে জাতীয় শহীদ মিনারের আদলে সমানুপাতিকভাবে মাপ কমিয়ে ১০ থেকে ১২ ফিট উচু শহীদ মিনার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কলেজের জন্য ১টি সার্বিক প্ল্যান তৈরি করে সৌন্দর্য্যবর্ধনসহ নতুন ক্রয়কৃত জমির পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বের বাউন্ডারি ওয়াল ও ওয়াক-ওয়ে নির্মাণ এবং পূর্ব দিকের দেয়ালে ফায়ার সার্ভিসের বড় গাড়ি ঢুকতে পারে এমন একটি দৃষ্টিনন্দন গেট তৈরি করা হয়েছে যাতে আপৎকালীন এ গেটটি ব্যবহার করা যায়। কলেজ ক্যাম্পাসের চলাচলের পথ ও র‌্যামে গ্যারেজ/পেভমেন্ট টাইল্‌স বসানো, ফায়ার এক্সিট-এর সুবন্দোবস্ত করা এবং ক্যাম্পাস ও কোয়ার্টার সংলগ্ন মাঠের চারপাশে গাছ লাগানো হয়। কলেজের মালিকানাধীন রূপনগরস্থ ২টি প্লটের স্যুয়ারেজ লাইন মেইন লাইনের সাথে সংযোগ স্থাপন করার কাজ সম্পন্ন হয়।
- কলেজের সকল বিভাগ ও শাখায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়।
- ২টি ইন্টারকম সিস্টেম (১টি শিক্ষক আবাসিক ভবনে ও ১টি কলেজের) ক্রয় ও স্থাপন করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের জন্য ২টি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়।
- ১২ টি ক্যামেরাসহ ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা পুন:স্থাপন করা হয়।
- অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এ থান্ডার এ্যারেস্টর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়।
- কলেজের নিরাপত্তার জন্য বেশি রেজুলেশন ও অধিক সময়ের back up যুক্ত নতুন ৩টি ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা ক্রয় করে এ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিকায়ন করে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা হয়।
- কলেজের সার্বিক কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর সৌন্দর্য নষ্ট না করে একটি স্টিল স্ট্রাকচার লিফট্‌ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুযায়ী কাজ চলছে।
- কলেজের ২টি ভবনের সবগুলো কক্ষ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়।

শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন জিবি চেয়ারম্যান (১১.১১.২০১৩)। পাশে নির্মাণ সম্পন্ন শহীদ মিনার (২১.০২.২০১৪)

- অডিটোরিয়াম ও কোয়ার্টার ভবন-২ এর মাঝে লিফট্‌কোরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর কয়েকটি ফ্লোরে Main Distribution Board (MDB) স্থাপন করা হয়।
- কলেজের জন্য ১টি নতুন গাড়ি ক্রয় করা হয়।
- অ্যাকাডেমিক ভবন-২ এর ১৪ ও ১৫ তলা নির্মাণ ও ক্লাসের উপযোগী করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। শব্দ নিরোধের জন্য ১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের ৮০৯, ৮১১ এবং ৮১৩ নম্বর কক্ষে স্থায়ী দেয়াল নির্মাণ করা হয়। মহিলা শিক্ষক এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক অজু-নামাজের স্থান নির্মাণ করা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য মানসম্মত চেয়ার ও ডেস্ক/টেবিল তৈরি করা হয়।
- কলেজের অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর নিচ তলায় (হল রুম) শিক্ষক লাউঞ্জ স্থাপন করা হয়। শিক্ষক কমনরুমে মহিলা শিক্ষকদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম স্থাপন করা হয়। ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচতলার নামাজ ঘর সম্প্রসারণপূর্বক এসি সংস্থাপন করে নামাজ আদায়ের সার্বিক পরিবেশ উন্নয়ন করা হয়।
- অ্যাকাডেমিক ভবন-১ ও ২ এর ভিতরে এবং বাহিরে রং এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া কোয়ার্টার ভবনসমূহের রং এর কাজ চলমান।
- এসি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য একজন দক্ষ নিয়মিত টেকনিশিয়ান নিয়োগ করা হয়।

রূপনগরে কলেজের জমির সম্মুখে শিক্ষকবৃন্দ (২০১৩)

বেড়িবাঁধ সংলগ্ন কর্মচারী আবাসন

মাঠ

ছাত্রী হোস্টেল

২নং অ্যাকাডেমিক ভবনে নবনির্মিত লিফ্‌ট

মসজিদ

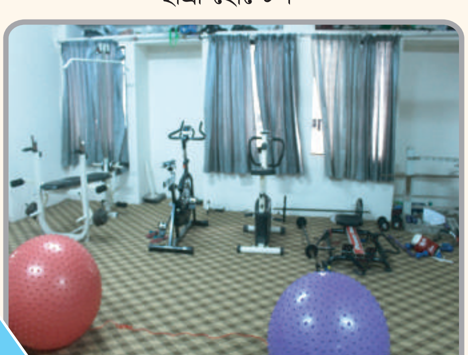
জিমনেশিয়াম

বিদ্যুৎ সাবস্টেশন

ছাত্রদের পরিচ্ছন্ন ওয়াশরুম

প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটোরিয়াম

ঢাকা কমার্স কলেজে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকী এর নামে ১৫০০ আসন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক অডিটরিয়াম। প্রফেসর কাজী ফারুকী অডিটরিয়ামে ১ হাজার উন্নতমানের চেয়ার স্থাপন করা হয়েছে। মিলানায়তনে শব্দ নিরোধ ও সাউন্ড স্পষ্ট করার জন্য বড় ৪টি স্পিকার (বক্স সহ) সংযোজন করা হয়েছে। মিলনায়তনের গেটের উত্তর দিকে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক করে কয়েকটি বেসিনসহ আধুনিক মানের ওয়াশ রুম স্থাপন করা হয়েছে। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন মাঠের বাউন্ডারি ওয়ালের উপরে সিকিউরিটি গ্রিল দেয়া হয়। অডিটোরিয়ামের ফ্লোরের রং ও একোস্টিকের কাজ চলমান রয়েছে।

প্রশাসন

- কলেজ কার্যক্রম সুন্দর, গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়োগ ও পদোন্নতি কমিটি, উন্নয়ন কমিটি, অর্থ কমিটি, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, বোনাস নীতিমালা কমিটি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ কমিটি গঠন করা হয়।
- শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস দেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক ফলাফলের সাথে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শ্রেণির ফলাফলও বিবেচনায় আনা হয়েছে।
- বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিয়োগে Rotation পদ্ধতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- নিয়মিত জার্নাল, বার্ষিকী এবং ২৫ বছর পূর্তিতে স্মরণিকা ‘প্রদীপ্তি’ প্রকাশ করা হয়। টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ প্রচার ও কলেজ সম্পর্কিত বহু ফিচার প্রকাশ করা হয়।
- ঢাকা কমার্স কলেজের ২ জন প্রাক্তন শিক্ষকের সাথে পরিচালিত মামলা নিস্পত্তির লক্ষ্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
- পরীক্ষা প্রত্যবেক্ষণের কার্যাদি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক ছাড়াও সিনিয়র শিক্ষকদেরকে নিয়ে ভিজিল্যান্স টিম গঠন করা হয়।
- প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইস্‌লাম ফারুকীকে ৫ বছরের জন্য অনারারি প্রফেসর হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।
- ২৫% মওকুফের সুযোগ নিয়ে কলেজের হোল্ডিং ট্যাক্স পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়।
- বিবিএ প্রোগ্রাম পরিচালনার কাজে সফল হওয়ায় ২ বছরের মেয়াদ শেষে ড. কাজী ফয়েজ আহাম্মদকে ২ বছরের জন্য উক্ত পদে পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়।
- শিক্ষকদেরকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অথবা U.G.C কর্তৃক অনুমোদিত এবং U.G.C এর যাবতীয় বিধি পালিত হয় এমন সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়।
- শিশু ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়।

প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সভাপতিত্বে গভর্নিং বডির সভা

- অধ্যাপকদের মধ্য থেকে শিক্ষার্থী উপদেষ্টা এবং অধ্যাপক বা অধ্যাপক না থাকলে সহযোগী অধ্যাপকদের (যারা কমপক্ষে ৫ বছর সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে আছেন) মধ্য থেকে চেয়ারম্যান/বিভাগীয় প্রধান পদে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- কোয়ার্টারে কার পার্কিং ব্যবস্থা সুবিন্যস্ত করে বিশেষ নীতিমালার ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া এবং গ্যারেজ ভাড়া গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।
- কলেজের জ্যেষ্ঠতম শিক্ষক ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখ থেকে উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) পদে নিয়োগ দেয়া হয়।
- কলেজের পূর্ব দিকে মূল রাস্তার ফুটপাথ থেকে অবৈধ দখলদারদের অপসারণ করা হয়।
- কলেজের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য উপদেষ্টা (অ্যাকডেমিক) প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিলকে সকাল ৭টা থেকে দুপুর ২:৩০ টা পর্যন্ত এবং উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলামকে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেয়া হয়।
- শিক্ষক প্রতিনিধিদেরকে কোনো বিষয় সভায় উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের মাধ্যমে এজেন্ডায় এনে উপস্থাপনের নির্দেশনা দেয়া হয়।
- নতুন ১ জন নিরাপত্তা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।
- গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এ বি এম আবুল কাশেম এর মৃত্যুতে কলেজে শোক ও স্মরণসভার আয়োজন করা হয়।

জিবি সদস্য প্রফেসর মোঃ আলী আজম এর শোকসভায় জিবি সদস্যবৃন্দ (৭.০৫.২০১৬)

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম এর শোকসভায় জিবি সদস্যবৃন্দ (৪.০৬.২০১৬)

কল্যাণ

- কলেজের নামাজ ঘরে নামাজ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে একজন ইমাম নিয়োগ দেয়া হয়।
- ভ্রমণের জন্য আদায়কৃত চাঁদা রশিদ-এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা এবং ভ্রমণ শেষে কোনো উদ্বৃত্ত থাকলে তা ছাত্র কল্যাণের জন্য পরিচালিত 'ডরমেটরি তহবিল'-এ অনুদান হিসেবে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
- ডরমেটরিতে বসবাসরত উচ্চ মাধ্যমিকের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের সেশন ফি মওকুফ করা হয়।
- ক্রীড়াঙ্গনে জাতীয় পর্যায়ে সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি পূর্ণ কিংবা অর্ধ মওকুফ করা হয়।
- কলেজের পুরাতন গাড়ি (ঢাকা মেট্রো-চ-৫৩-৩৬৫৮) প্রিন্সিপাল কাজী ফারুকী স্কুল এন্ড কলেজকে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়।
- শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি তহবিল হতে তাদের সন্তানদের লেখাপড়া ও পরিবারের সদস্যদের ব্যয়-সাপেক্ষ চিকিৎসার জন্য ঋণ প্রদানের নিয়ম প্রবর্তন করা হয়।
- এ কলেজে পড়াশুনার জন্য কলেজে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তান-সন্ততিদের বোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা ব্যতীত কলেজের সকল ফি মওকুফ করা হয়।
- ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ মনসুর আলম এবং অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহমেদ আহসান হাবিবকে চিকিৎসার জন্য কলেজের কল্যাণ তহবিল থেকে ১ লাখ টাকা করে, লাইব্রেরিয়ান মুহাম্মদ আশরাফুল করিম এর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য ১ লাখ টাকা, ক্রীড়া শিক্ষক ফয়েজ আহমদ ও উপ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোঃ আবুল কালাম এর সন্তানদের চিকিৎসার জন্য ৫০,০০০/- টাকা করে এবং ৩ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীকে ২০,০০০/- টাকা করে অনুদান দেয়া হয়।
- প্রতি বছর বিবিএ প্রফেশনাল প্রোগ্রামের সর্বোত্তম ফলাফল অর্জনকারী ৫ জন শিক্ষার্থীকে Financial Waiver দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- জানুয়ারি ২০১৫ তে বিভিন্ন শ্রেণির ২১ জন শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে ও ২৯৭ শিক্ষার্থীকে অর্ধ বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয়।
- নভেম্বর ২০১৫ তে একাদশ শ্রেণির ১৩ জন শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে ও ১০১ জন শিক্ষার্থীকে অর্ধবেতনে এবং দ্বাদশ শ্রেণির ১৪ জন শিক্ষার্থীকে বিনা বেতনে ও ১২৪ জন শিক্ষার্থীকে অর্ধ বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হয়।

বিবিএ প্রোগ্রামের ফিনান্সিয়াল ওয়েবার প্রোগ্রাম (৮.০৮.২০১৫)

দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কলেজের ডরমেটরিতে থাকার সুব্যবস্থা

আর্থিক

- নতুন জাতীয় বেতন স্কেল প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন স্কেল পরিমার্জনের লক্ষ্যে ৩ সদস্য বিশিষ্ট পে-স্কেল কমিটি গঠন করা হয়।
- জুলাই ২০১৩ থেকে সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর জন্য মূল বেতনের ২০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান শুরু করা হয়।
- ২০১৬ সাল থেকে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মূল বেতনের ২০% বৈশাখী 'উৎসব ভাতা' প্রদান করা হয়।
- উত্তম ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ ৭টি এবং অনার্স, মাস্টার্স ও বিবিএ-তে সর্বোচ্চ ৩টি করে উৎসাহ বোনাস প্রদান পুন:নির্ধারণ করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এইচএসসি পরীক্ষা ২০১৩ এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ৭টি উৎসাহ বোনাস প্রদান করা হয়। শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৪ এর ফলাফলের ভিত্তিতে ৫টি এবং অনার্স ও মাস্টার্সের ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি সহ মোট ৭টি উৎসাহ বোনাস দেওয়া হয়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০১৫ এর ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ৪টি এবং অনার্স ও মাস্টার্স ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি সহ মোট ৬টি উৎসাহ বোনাস প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া 'মেধা লালন' প্রকল্পের আওতায় ফলাফল উন্নয়নকারী গাইড শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থী প্রতি ১০০০/- টাকা হারে সম্মানি প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়।
- ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে সম্মান শ্রেণির টিউশন ফি ও সেশন চার্জ পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।
- ২০১৬-২০১৭ সেশনে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের মাসিক টিউশন ফি ২০০০/-টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণির মাসিক টিউশন ফি অনুরূপ হারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়।
- গ্র্যাচুইটি তহবিলের ৩,৬৪,৪৭,২২০/- টাকা এফডিআর করা হয়।
- পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণ ও পরীক্ষার হল ডিউটির সম্মানী বৃদ্ধি করা হয়।
- বিইউবিটি -এর সাথে ভবন ব্যবহারের জন্য সার্ভিস চার্জ প্রতি স্কয়ার ফিট ১২.৬০ টাকা থেকে বর্ধিত করে ২৫ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং প্রতি বছর ৫/- টাকা হারে এ চার্জ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- গভর্নিং বডির সভায় উপস্থিতির Sitting Allowance ৪,০০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৫,০০০/- টাকা এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক গঠিত বিশেষ কমিটির সদস্যদের Sitting Allowance ২০০০/-টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০০/- টাকায় উন্নীত করা হয়।

শৃঙ্খলা

- মহিলা শিক্ষকগণকে শাড়ির পাশাপাশি শালীনভাবে সালোয়ার-কামিজ পরিধানের অনুমতি এবং পুরুষ শিক্ষকগণকে জিন্স ও টি-শার্ট পরিধান করতে নিরুৎসাহিত করা হয়।
- সকল শিক্ষককে ধর্ম ও রাজনীতি নিয়ে শ্রেণি কক্ষে ও কলেজের অভ্যন্তরে বিরূপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়।
- কলেজের শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য ২ জন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।
- কলেজে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত এবং পরীক্ষায় অকৃতকার্যের জন্য কয়েকজন শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করা হয়।

শিক্ষার্থীদের সারিবদ্ধভাবে কলেজে প্রবেশ

শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খলভাবে লিফট্ এ প্রবেশ

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

- প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া, অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।
- যথাযোগ্য আড়ম্বরসহ ৭ নভেম্বর ২০১৫ ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি (রজত জয়ন্তী) উদযাপন করা হয়।
- বিভিন্ন ক্লাবের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম করা হয়।
- প্রতি বছরই নৌবিহারের আয়োজন করা হয়।
- রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে কৃতি শিক্ষার্থীদেরকে সংবর্ধনা এবং দেশের মহান শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, মুক্তিযোদ্ধা ও ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষকসহ সর্বমোট ৩৯ জন ব্যক্তিকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।
- যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রভাত ফেরি, শহীদ মিনারে পুষ্পার্ঘ অপর্ণ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
- ২৬ মার্চ ২০১৬ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক মোঃ আনোয়ার উল আলম এর উপস্থিতিতে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন পালন করা হয়।
- ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর শাহাদাৎ দিবস ও জাতীয় শোক দিবস পালন করা হয়।
- ২০১৬ সালে বিজয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ ও বীর উত্তম মেজর জেনারেল আজিজুর রহমানকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।
- সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসহ বাংলায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে দক্ষ বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষককে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০১৬ এ চ্যাম্পিয়ন পুরস্কার প্রদান করছেন সংসদ সদস্য ইলিয়াছ উদ্দিন মোল্লাহ্ (১০.০২.২০১৬)

পুরস্কার বিতরণী ২০১৪ এ বিশেষ অতিথি বিইউবিটি'র উপ-উপাচার্য প্রফেসর মোঃ আলী আজমকে ফুলেল শুভেচ্ছা (১৬.০২.২০১৪)

অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া

বার্ষিক নৌ-ভ্রমণ ২০১৫ এর উদ্বোধন করছেন বিইউবিটি'র প্রক্টর প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান (৮.০৯.২০১৫)

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

- শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কর্তকর্তা-কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ১ জন পূর্ণকালীন ডাক্তার ও ১ জন সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগ দেয়া হয়।
- কলেজের মেডিকেল সেন্টারের উন্নয়নকল্পে ৩ সদস্য বিশিষ্ট স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়।
- কলেজ ক্যান্টিনের পরিবেশ ও খাবারের মান পর্যবেক্ষণের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট 'ফুড মনিটরিং কমিটি' গঠন করা হয়।
- অ্যাকাডেমিক ভবন-১ এর শিক্ষার্থীদের ওয়াশরুমসমূহ সংস্কার ও মানোন্নয়নপূর্বক স্বাস্থ্যসম্মত করা হয়।
- কলেজের নতুন জমিতে (মিলনায়তনের উত্তরে) হাঁটার পথ, বৃক্ষরোপণ, বাগান, সীমানা প্রাচীর, গেইট নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাম্পাসের সৌন্দর্যবর্ধন ও উন্নততর স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবায় ডাক্তার ও নার্স

রক্তদান কর্মসূচি ২০১৫

মানসম্মত ক্যাফেটেরিয়া

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে বিএনসিসি (২০১৪)

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- কম্পিউটার সায়েন্স (CS) বিষয়ের অধিভুক্তির জন্য ৪ জন শিক্ষক নিয়োগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন ও অধিভুক্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়।
- পর্যায়ক্রমে সকল শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া স্থাপন এবং ওয়েব সফটওয়্যার প্রয়োগের মাধ্যমে ডিজিটাল কলেজ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়।
- রূপনগর আবাসিক এলাকায় কলেজের জমিতে নবীন শিক্ষকদের জন্য ২ রুম, ১ কিচেন, ১ বাথরুম ও ১ বারান্দা সম্বলিত ডরমেটরি তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- মিরপুর বেড়ি বাঁধ/গুদারাঘাটে আরও কিছু জায়গা ক্রয় করে কর্মচারীদের জন্য আরও আবাসন সুবিধা বাড়ানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য মাঠ তৈরীর পরিকল্পনা রয়েছে।

রজত জয়ন্তী উদযাপন

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে গুণীজন সম্মাননা প্রাপ্ত জিবি সদস্যবৃন্দ (৭.১১.২০১৫)

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান ২০১৪-এ বক্তব্য রাখছেন
প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রী আনহ মুস্তাফা কামাল *এমপি*

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন
জিবি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে গুণীজন সম্মাননা প্রদান

রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে রক্তদান কর্মসূচির প্রধান অতিথি
প্রফেসর ড. এম এ রশীদকে ক্রেস্ট প্রদান

দিবস উদযাপন ও মুক্তিযোদ্ধা সংবর্ধনা

বিজয় দিবস উদযাপন ২০১৫-এ বক্তব্য রাখছেন কলেজ থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর ড. শহীদ উদ্দিন আহমেদ

বিজয় দিবস উদযাপন ২০১৫-এ বক্তব্য রাখছেন কলেজ থেকে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব.) আজিজুর রহমান

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৬-এ
সমবেতস্বরে জাতীয় সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করছেন অতিথিবৃন্দ

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ২০১৬-এ প্রধান অতিথি সাবেক সচিব
আনোয়ার উল আলমকে সম্মাননা প্রদান করছেন জিবি চেয়ারম্যান

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৪-এ শহীদ মিনার উদ্বোধন ও দিবস উদ্‌যাপন
অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন প্রধান অতিথি ভাষাসৈনিক আহমদ রফিক

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৬-এ বক্তব্য রাখছেন
প্রধান অতিথি জিবি সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান

দিবস উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, জিবি সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ (২৩.০৮.২০১৫)

রীবন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০১৬ অনুষ্ঠানে সংস্কৃতি কমিটির আহ্বায়ক, প্রধান অতিথি, জিবি চেয়ারম্যান ও অধ্যক্ষ (১৬.০৫.২০১৬)

রীবন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী ২০১৬ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. নুরুর রহমান খান (১৬.০৫.২০১৬)

বিজয় দিবস ২০১৫ উপলক্ষে রোটারাক্ট ক্লাব আয়োজিত বিজয় র‍্যালিতে উপাধ্যক্ষ ও রোটার‍্যাক্টবৃন্দ

লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা

সনদপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের পরিচালনায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনার গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ার লক্ষে আয়োজিত **লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা** অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করায় আপনার/আপনাদের প্রতিষ্ঠান ....ঢাকা কমার্স কলেজ........ কে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন।

প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রী
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘লাখো কণ্ঠে সোনার বাংলা’ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনায় গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ায় ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সনদপত্র (২৬.০৩.২০১৪)

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

পুরস্কার বিতরণী ২০১৫-এ পুরস্কার বিতরণ করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর হারুন-অর-রশিদ (২২.১২.২০১৫)

পুরস্কার বিতরণী ২০১৪-এ পুরস্কার বিতরণ করছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. মুনাজ আহমেদ নুর (২১.০৩.২০১৫)

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ২০১৩-এ বক্তব্য রাখছেন জিবি সদস্য এএফএম সরওয়ার কামাল ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ

জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এ বক্তব্য রাখছেন নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফাদার বেঞ্জামিন কস্তা (৪.৬.২০১৬)

শিক্ষা সপ্তাহ ২০১৬ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, উপদেষ্টা একাডেমিক, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়কবৃন্দ (৭.০৫.২০১৬)

রিডার্স এ্যান্ড রাইটার্স ক্লাব আয়োজিত পাঠচক্রে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সংস্কৃতি কমিটির আহ্বায়ক, মডারেটর ও শিক্ষকবৃন্দ (২৮.২.২০১৬)

প্রকাশনা

রজত জয়ন্তী স্মরণিকা ২০১৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৪তম সংখ্যা ২০১৩

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৫তম সংখ্যা ২০১৪

কলেজ বার্ষিকী প্রগতি ২৬তম সংখ্যা ২০১৫

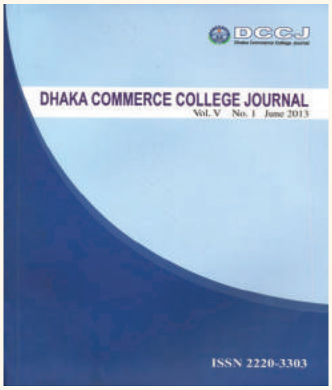

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৫, সংখ্যা ১, জুন ২০১৩

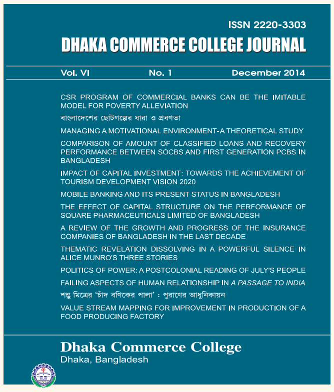

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৬, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৪

ঢাকা কমার্স কলেজ জার্নাল বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০১৫

বিজয় দিবস উপলক্ষে রোটার‍্যাক্ট ক্লাবের স্মরণিকা ২০১৫

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক

প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ
অধ্যক্ষ

সম্পাদনা পরিষদের সদস্য

প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম
উপাধ্যক্ষ, প্রশাসন (ভারপ্রাপ্ত)

প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল
উপদেষ্টা (অ্যাকাডেমিক)

সম্পাদনা সহকারী

প্রফেসর মোঃ রোমজান আলী
বাংলা বিভাগ

মোঃ মঈনউদ্দিন আহমদ
সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ

মীর মো. জহিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

শ্রেষ্ঠ কলেজের সনদপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

গাজীপুর

কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

সনদপত্র

ঢাকা কমার্স কলেজ ২০১৫ সালের কলেজ র‍্যাংকিং-এ বেসরকারি কলেজসমূহের মধ্যে **১ম** স্থান অর্জন করে।
প্রাপ্ত স্কোর ৬১.৮৫।

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ
ভাইস-চ্যান্সেলর

২০শে মে ২০১৬
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০০২

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেচিত হওয়ায়

ঢাকা কমার্স কলেজ

চিড়িয়াখানা রোড, মিরপুর, ঢাকা-কে

এ সনদপত্র প্রদান করা হল।

(মোহাম্মদ শহীদুল আলম)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ১৯৯৬

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সনদপত্র

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে বিবেচিত

ঢাকা কমার্স কলেজ, ঢাকা-কে

এই সনদপত্র প্রদান করা হল।

সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষিত ৩ ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি ও সনদপত্র গ্রহণ শেষে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক এর সাথে অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম ও শিক্ষকবৃন্দ। (২০ মে ২০১৬, জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখে)